মৈত্রী করুণার অসীম মহিমা

শ্রী জ্যোতি:পাল মহাথের

মাতা-পিতা আদর করে ছেলে নামকরণ করলেন পাপক। পাপক শব্দের অর্থ পাপী। পাপক বয়স্ক হয়ে উঠলেন। তাঁর নামের অর্থবোধক জন্মাল। নামটা যে কদর্থ-সম্পন্ন, সে তা বুঝতে পারল। নামটা বদলিয়ে দেওয়ার জন্য সে মাতা-পিতাকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করল। মাতা-পিতা ছেলে নাম বদলিয়ে না দিয়ে একটা সুন্দর অর্থবোধক নাম নির্বাচনের জন্য ছেলের উপর নির্ভর করলেন। ছেলে একটা সুন্দর, অর্থবোধক নাম নির্বাচন কল্পে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগল। প্রথমত: ছেলের চোখে পড়ল একটি মৃত দেহ। চারজন লোক কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে চলছে। সে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল মৃত ব্যক্তির নাম জীবক। যে জীবনী শক্তি কখনো হারায় না। দ্বিতীয়ত: তার চোখে পড়ল এক দরিদ্র লোক সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রনা ও অভাব অনটনের তাড়নায় অতিষ্ট হয়ে স্ত্রীকে মারধর করে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে। ছেলেটি জিজ্ঞেস করে জানতে পারল লোকটির নাম ধনশালী। তৃতীয়বার ছেলেটি চোখে পড়ল একটি অন্ধলোক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছে। অন্ধলোকটি নাম নয়ন সুখ।

তখন পাপক চিন্তা করতে লাগল- যার নাম জীবক সেও মরে, যে দীন দরিদ্র তার নাম ধনশালী, যার দৃষ্টি শক্তি মোটেই নেই জন্মান্ধ তার নাম নয়ন সুখ। নামের সাথে কাজের সামঞ্জস্য কোথায়? দেখলাম কাজের তাৎপর্য নামের বিপরীত। অবশেষে ছেলেটি সিদ্ধান্ত নিল নামে কি আসে যায়। 'জন্ম হোক যথা তথা, নাম হোক যা তা, কর্ম হোক ভাল।' এই বলে পাপক নাম বদলানোর পরিকল্পনা ছেড়ে দিল। জগতের এরূপ অবস্থা লক্ষ্য করে ভগবান তথাগত বুদ্ধ বলেন–

অক্খেয্য সঞ্ঞিঞ্ঞনো সত্তা অক্খেযম্মিং পতিট্ঠিতা,
অক্খেয্যং অপরিঞ্ঞায় যোগমযন্তি মচ্চুনো।

জগতের প্রাণীগণ নামের বশীভূত, নামে প্রতিষ্ঠিত, নামের দাসত্বে আবদ্ধ, নামের ভিখারী, নাম যশের আকাঙ্খায় জগতের যত সব অত্যাচার অবিচার অনাসৃষ্টি। এই নামের মোহিনী শক্তি সম্পর্কে যাদের বোধ নেই, তারা সর্বগ্রাসী যমের দুয়ারে উপনীত। নামের আকাঙ্খায় ক্ষমতায় দ্বন্দে মানুষ মশগুল। কুকর্মে সর্বদা লিপ্ত থেকেও সুকর্মের প্রশংসার দাবীদার। কুশল কর্মের অনুষ্ঠানে অহংপ্রতীতি, আত্ম,-শ্লাঘা, পরনিন্দা, আত্ম-প্রচারনায় প্রবৃত্তি। অমল বিমালে যুদ্ধ কোলাহল। থের আর মহাথের পারস্পরিক অস্থির অকীর্তি, অপ্রীতিকর ঘটনার ব্যাপৃত। পারস্পরিক অশ্রদ্ধা অর্যাদা। খেলার মাঠে আমোদ আহলাদ প্রমোদের পরিবর্তে ছুরি মারামারি অনুষ্ঠান। এই থাকা খাওয়ার দুনিয়াটা যে একটা পান্থশালা মুসাফিরখানা এখানে মারামারি, ধাপ্পাবাজি, ফেরেববাজি মূল্যহীন ও কলঙ্কিত। ধর্মের নামে যেখানে ভাঁড়ামি সেখানেই গোঁড়ামি অত্যাধিক বেশি। গোঁড়ামি ও আস্ফালনের পাল্লায় পড়ে ধর্মের আসল স্বরূপ আজ আবছা আবছা ও অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন যেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেটা হল বাহ্যিক পোশাক পরিচ্ছদ, শোভা সৌন্দর্য ও জাকজমকপূর্ণ ভদ্র বেশী সাজসজ্জায় ঢাকা বর্বরতা। যাদের অনেকের ভেতরটা বিশ্লেষণ করলে মনুষ্যত্বের লেশমাত্র মিলবে না; মিলবে কলুষ কদর্য মূর্তি। মৈত্রী করুণার স্থলে হিংসা বিদ্বেষের তাণ্ডব লীলা। সহানুভূতির স্থলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য, প্রেম-প্রীতিতে ঈর্ষ্যা মাৎশর্য। আপনত্ব বোধের ভেদবুদ্ধি, বন্ধুত্বের শত্রুভাব। নামে কামে যেমন গড়মিল, নীতি আদর্শের সাথেও আমাদের জীবনের সমন্বয়নীতা। সমন্বয় যেটুকু দেখা যায়, তা মুখের বুলি সর্বস্ব।

বুদ্ধ অর্থ জ্ঞানী, বৌদ্ধ অর্থ জ্ঞানের অনুসারী, জ্ঞানের সন্ধানী। তথাগতের বুদ্ধের মৈত্রী করুণার আদর্শ ও ক্ষমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে ত্রিপিটকের সর্বত্র। কিন্তু সমাজ চলছে তার বিপরীত পথে। হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল এই পথের ব্যবধান বরাবর বেড়েই চলছে। এতে মানুষের কল্যাণ আনয়ন করবে না। অবক্ষয় ও ধ্বংসের কল্যাণ আনয়ন করবে না। অবক্ষয় ও ধ্বংসের পথ সুগম ও ত্বরান্বিত করবে মাত্র।

বৌদ্ধ নীতি ধর্মে ধন-সম্পদের জন্য বিলাপ নেই। কিন্তু মান ধ্বংসের জন্য বিলাপ আছে। জীবনের জন্য ক্রন্দন আছে। সেই ক্রন্দন ধ্বনি আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্য লহরীতে শুনতে পাই–

আমি নিজের করিতে গৌরব দান
নিজের কেবলই করি অপমান
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও
চোখের জলে।

ভারতের বৌদ্ধধর্ম পতনের শ'দুয়েক বৎসর পূর্বকার ভারতীয় বৌদ্ধ সমাজের যে ঐতিহাসিক রূপটি পরিস্ফুট হয়ে উঠে ছিল বর্তমান বাংলাদেশী বৌদ্ধ সমাজে সেই রূপটি প্রতীয়মান। এমতাবস্থায় যদি সমাজের কোন বিজ্ঞ চিন্তাশীল ব্যক্তির অবক্ষয় ও ধ্বংসের পথে উদ্ধারের জন্য শুভ হস্ত সম্প্রসারণ করে, তাকে ডি, সি. কারেন্টের মত ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়।

তথাগত বুদ্ধের মৈত্রী করুণায় আদর্শ সকলের জীবনে প্রতিফলিত হোক। সমাজ শান্তি ও সমৃদ্ধির অধিকারী হোক।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

লেখক: মহামান্য দশম সংঘরাজ প্রয়াত জ্যোতিঃপাল মহাথের।

মৈত্রীময় শুভেচ্ছা

প্রবারণা পূর্ণিমার মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে মাসব্যাপী দানশ্রেষ্ঠ কঠিন চীবর দান। বিহারে বিহারে চলবে দানোত্তম কঠিন চীবর দানের মহোৎসব। আসুন এই দিনে আমরা সবাই সমস্ত বিভেদ, হানাহানি ও হিংসা ভূলে একাত্ম হই বুদ্ধের অহিংসা নীতিতে। স্থাপন করি নতুন কোন দৃষ্টান্ত। ২৫৬১ বুদ্ধ বর্ষের শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দানোৎসবের এ মহেন্দ্রক্ষণে বিবর্তন এর সকল পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই মৈত্রীময় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

-সম্পাদক, বিবর্তন